তারিখ 06 OCT 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

দৈনিক বাংলা

০৮

বুয়েটে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)–এ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি শান্ত। গত ১৯ সেপ্টেম্বর বুয়েট খেলার পর স্বাভাবিকভাবে সকল ক্লাস হচ্ছে। ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির উপর কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা জারি করায় মিছিল মিটিং এমনকি কোন প্রকার সমাবেশও হচ্ছে না।

বিরোধীদল সমর্থিত একটি ছাত্র সংগঠন কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সমাবেশ করার চেষ্টা চালালেও তারা সফল হতে পারছে না। জানা গেছে সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীদের অনেকেই তাদের সমর্থন দিচ্ছে না।

দীর্ঘদিন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ইউকসু নির্বাচন নিয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে মতবিরোধসহ বিভিন্ন কারণে–অচলাবস্থা চলায় সেশনজট মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে বুয়েটে দুই বছরের সেশনজট রয়েছে। ফলে সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীরা কাম্পাসে রাজনৈতিক অস্থিরতা হোক এটা চাচ্ছে না।

সেশনজটের কারণে ৫ বছরের কোর্স শেষ হতে ৭ বছর লেগে যাচ্ছে, ফলে ছাত্র–ছাত্রীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।

বুয়েটের কয়েকজন ছাত্র–ছাত্রীর সঙ্গে আলাপকালে তাঁরা জানান, এবছর বিভিন্ন কারণে পরীক্ষা ও ক্লাস তেমন হয়নি, ফলে সেশনজট বেড়েছে। তাই এখন কোন আন্দোলন ও অস্থিরতা ক্যাম্পাসে বিরাজ করলে আরোও ক্লাস ও পরীক্ষার বর্তমান স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত হবে। ছাত্র সংগঠনগুলোর উচিত একাডেমিক স্বার্থে এগুলো পরিহার করা।

বুয়েটের ডিগ্রীর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রশ্ন তুলেছে। এসব বিষয় নিয়ে কর্তৃপক্ষও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কর্তৃপক্ষও চাচ্ছেন না এখন কোন অঘটন ঘটুক যাতে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

ক্যাম্পাসের পরিবেশ শান্ত রাখতে কর্তৃপক্ষ ছাত্র–ছাত্রীদের অভিভাবকদের নিকট চিঠি দিয়েছিলেন।

বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত হলেও বিরোধীদল সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন নেতা কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কর্তৃপক্ষ আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

বুয়েট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য হচ্ছে, বুয়েটের অচলাবস্থা নিরসনে সরকারের চাইতে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা বেশী। তাঁরা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে ছাত্র সংগঠনগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ থাকার পর নতুন করে ক্লাস শুরু হলেও এ বছর ইউকসু নির্বাচনের আর কোন সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু কয়েকটি সংগঠন স্থগিত ঘোষিত ইউকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি করছে।

এদিকে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি শান্ত রাখতে আরো কিছুদিন ছাত্র রাজনীতি কর্তৃপক্ষ বন্ধ রাখতে পারেন বলে জানা গেছে।